প্রশ্নঃ **'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটিতে কে, বঙ্গভূমির প্রতি কী নিবেদন করেছেন তা বুঝিয়ে দাও।**

উত্তরঃ 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটিতে কবি মধুসূদন দত্ত বঙ্গভূমির প্রতি আপন মনোবাঞ্ছার কথা নিবেদন করেছেন।

সমগ্র কবিতাটিতে কবির বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে নিজের নিবেদনটিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। কবির নিবেদনটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

Scanned with CamScanner

'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত নিজের বঙ্গভূমি অর্থাৎ বঙ্গ মায়ের প্রতি স্মৃতিমর্মে উচ্চারণ করেছেন। কবিতার প্রারম্ভেই ইংরেজ কবি বায়রণের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর প্রতি ঋন স্বীকার করে কবিতাটি শুরু করেছেন।

কবি বাংলা মায়ের পায়ে মিনতি করে তাকে মনে রাখতে বলেছেন। কবির মনের সাধ যদি কখনো তার প্রমাদ ঘটে তাহলে তাকে তার মন থেকে যেন দূরে সরিয়ে না রাখে। কবির দৈবর বশে যদি বিদেশে বাস হয় এবং দেহরূপ আকাশ থেকে জীব তারা যদি খসে যায় অর্থাৎ জীবনহানি হয় তাহলেও কবির মনে কোনো খেদোক্তি থাকবে না। কেননা, কবি জানেন জন্মালে একদিন মরতে হবে এই পৃথিবীতে কেউই অমর নয়। জীবন নদীতে নীর কখনও চিরস্থির হতে পারে না। কিন্তু বঙ্গমাত্র যদি তুমি কবিকে স্মরণে রাখ তাহলে কবি কখনো মৃত্যুকে ভয়ও করে না। মা, তুমি যদি মনে রাখ অমৃতের হ্রদে পড়ে গেলেও মক্ষিকাও গলে না। জীবকুলে সেই ধন্য লোকে যাকে ভোলে না, মনের মন্দিরে সর্বদা যে জন সেবা করে। কিন্তু কবির মনে হয়েছে যে, তাঁর কোন গুণ নেই যে শ্যামা মায়ের কাছে প্রার্থনা করবে অমরতার যে পুনরায় কবিকে জন্ম দিয়ে এই মর্ত্য লোকে পাঠাবে। তবে মায়ের কাছে কবির অনুরোধ দয়া কর। দোষ-গুণ ক্ষমা করে এই দাসকে অমর করার আশীর্বাদ দেও যেন মানুষের মন মানসের স্মৃতির জলে যেন ফুটে থাকতে পারে যেটি বসন্ত বা শরতে মধুময় তামরস রূপে থাকতে পারে।

প্রশ্নঃ **"জন্মিলে মরি হবে**
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন-নদে?"—সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ আলোচ্য অংশটি কবি মধুসূদন দত্তের লেখা 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

বিদেশে অবস্থান কালে দৈববশে যদি কবির মৃত্যু ঘটে, তবে তাঁর কোনো খেদ থাকবে না বলেই কবির উচ্চারণ। কেন কবির খেদ থাকবে না, তার কারণটি উদ্ধৃতাংশে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রত্যেক জীবই মরণশীল। জন্ম যেমন জীবের একটি নিত্য সত্য। মৃত্যুও তেমনি। তাই প্রত্যেকেই জানে জন্ম হলে মৃত্যুও তার জীবনের ক্ষেত্রে এক অমোঘ সত্য। কবি এই সত্যটিকে একটি তুলনার মাঝে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

জীবন রূপ নদীতে প্রাণরূপ নীর কখনই স্থির থাকে না। নদী ও প্রাণ উভয়ের চলমানতার কথাটিই এখানে বোঝানো হয়েছে।

Scanned with CamScanner